গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
e-mail: dwadhaka @ gmail.com

স্মারক নং ঃ ৩২.০১.০০০০.০০৯.১০.০২২.১৫-১৬৪ তারিখ ঃ ২৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ

বিষয় ঃ Governance Innovation Unit কর্তৃক আয়োজিত বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ নং-৩২.০১.০০০০.০৫৬. ১৬. ০০১. ০৯. ৩২২ তারিখ ঃ ৩০/০৯/২০১৪ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, Governance Innovation Unit কর্তৃক আয়োজিত ১৮/০৩/২০১৪ ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ঃ-

- ঢাকা জেলায় সেপ্টেম্বর'২০১৫ মাসে ০৭টি বাল্যবিবাহ নিরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যে সকল কার্যক্রম গৃহীত হয় সেগুলো হলো ঃ তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেলে ৩টি উঠান বৈঠক, সাভার ইউনিয়ন পরিষদের ৩০জন উপকারভোগীকে নিয়ে উঠান বৈঠক, ধামরাই উপজেলায় ১৫০জন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত উঠান বৈঠক, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ২টি উঠান বৈঠক, নবাবগঞ্জ উপজেলায় ২টি উঠান বৈঠক, দোহার উপজেলায় কাজী ও ইউপি চেয়ারম্যানদের নিয়ে দু'বার সভা ও উঠান বৈঠক করা হয়েছে।

- জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সভায় জানান যে, সদর উপজেলায় ১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া এডভান্সমেন্ট এন্ড প্রমোটিং ওমেন্স প্রকল্পের আওতায় জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক সভা ও কাজী/ইমামদের নিয়ে কর্মশালা করা হয়েছে। তাঁর দপ্তর কর্তৃক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া, বাউফল,গলাচিপা, দশমিনা, মির্জাগঞ্জ, দুমকি রাঙ্গাবালি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে, তাঁদের দপ্তর কর্তৃক প্রতি উপজেলায় এডভান্সমেন্ট এন্ড প্রমোটিং ওমেন্স রাইটস প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক সভা ও কাজী/ইমামদের নিয়ে কর্মশালা করা হয়েছে। এছাড়া তাঁদের দপ্তর কর্তৃক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ
  ১) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠক অব্যাহত রাখতে হবে।
  ২) উপজেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে।
  ৩) বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও গালর্স কলেজে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
  ৪) বাল্যবিবাহ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে।

- ঝালকাঠি জেলায় চলতি মাসে ভিজিডি উপকারভোগী মহিলা স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া কাজী, পুরোহিত, ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে নিয়মিত সভার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়।

- ঝিনাইদহ জেলা ও জেলাধীন ৬টি উপজেলা কার্যালয়ের চলতি মাসে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিরোধকৃত বাল্যবিবাহের সংখ্যা ০২টি। কাজী/ মৌলভী/ ধর্মীয় শিক্ষকসহ সচরাচর বিয়ে পড়িয়ে থাকেন এরূপ ব্যক্তিবর্গের সদর উপজেলায় প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২৭টি উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ১৯৬২জন। এছাড়াও তথ্য অফিসের মাধ্যমে ১৬টি সিনেমার শো প্রদর্শন করা হয়। অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ২০০০০জন।

- কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার সদকী ইউনিয়নের মালিয়াট গ্রামে ১টি, মিরপুর উপজেলায় মালিহাদ ইউনিয়নে ১টিসহ কুষ্টিয়া জেলায় মোট ২টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত উঠান বৈঠক, মতবিনিময় সভা ও সচেতনতামূলক সভা অব্যাহত আছে।

- মুন্সীগঞ্জ জেলায় সেপ্টেম্বর/২০১৫ মাসে লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া ইউনিয়নে ০১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, আলোচনা সভা, সচেতনতাসৃষ্টিমুলক সভা, ইমাম, কাজী ও এলাকার গন্যমান্য লোকের অংশগ্রহনে সমাবেশ, উঠান বৈঠক অব্যাহত আছে। এছাড়াওজেলা বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটিতে যে সব বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা নিম্নরূপঃ

  ০১) উপজেলা পর্যায়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

  সিদ্ধান্ত ঃ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।

  ০২) প্রতি উপজেলায় ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভার কাজ শুরু হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগন সভায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

  সিদ্ধান্ত ঃ সচেতনতামূলক সভা অব্যাহত থাকবে। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

  ০৩) কোন ইউনিয়নকে বাল্য বিবাহ মুক্ত ঘোষনা করা হয়নি তবে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে জনমত তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে।

  সিদ্ধান্ত ঃ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

- ময়মনসিংহ জেলায় চলতি মাসে ১৩টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা অব্যাহত আছে।

- সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পুলিশের হস্তক্ষেপে ১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে । মেয়ের অভিভাবক, বিবাহের দাওয়াতী অতিথি হিসাবে আসা ৩ জনসহ মোট ৪ জনকে ৫০০/ টাকা করে সর্বমোট ২০০০/ টাকা জরিমানা করেন ও ১৮ বছরের নীচে মেয়েকে বিবাহ দিবেন না মর্মে মুচলেকা দেন । কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা গ্রামে ১০ম শ্রেনীর ছাত্র ছাত্রী প্রেমের সম্পর্কের কারণে পালিয়ে গিয়ে সাতক্ষীরা নোটারী পাবলিকের এফিডেবিটের মাধ্যমে বিয়ে করে । বিষয়টি জানার পর ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপে সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে ছেলের অভিভাবককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়ে জেলা কারাগারে প্রেরনের নির্দেশ দিয়েছেন । তালা উপজেলায় প্রশাসনের সহযোগীতায় ১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে । আশাশুনি উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে ১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে , উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর হস্তক্ষেপে দঃ দরগাহপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে অভিভাবককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন, টেককাশিপুর গ্রামে প্রশাসনের সহযোগীতায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করে বিবাহ পড়ানোর কাজীকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও অভিভাবককে ১০০০/ টাকা জরিমানা করেন , দঃ দরগাহপুর গ্রামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর হস্তক্ষেপে আশাশুনি সাতক্ষীরা এর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে অভিভাবককে ১০০০/ টাকা জরিমানা করেন ,পঃ দরগাহপুর সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর হস্তক্ষেপে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে অভিভাবককে ১০০০/ টাকা জরিমানা করেন ,কাকবাসিয়া গ্রামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর হস্তক্ষেপে ১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে । কুড়িকাহুনিয়া গ্রামে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর হস্তক্ষেপে ১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। চেউটিয়া গ্রামে প্রশাসনের সহযোগীতায় ১টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয় ।

  সিদ্ধান্ত ঃ ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের এবং ২২ বছরের নীচে ছেলেদের বিবাহ সংগঠিত হলে তা বাল্যবিবাহ। এ বিবাহের আয়োজনকারী সকলের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

- মাগুরা জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জানান যে, আলোচ্য মাসে সদরসহ ৪টি উপজেলায় স্থানীয় মহিলা ও পুরুষের সমন্বয়ে, ভিজিডি ভাতাভোগী, মাতৃত্বকাল ভাতাভোগী, সমিতির মহিলা ও পৌর সভায় ল্যাকটেটিং মাদার কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীদের নিয়ে ১৫টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে এবং উঠান বৈঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত ৪টি সমিতির ১২০জন সদস্যের সমন্বয়ে ৪টি সভা করেছেন। এছাড়া রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত অন্যান্য মহিলা সমিতিও তাদের সদস্যদের নিয়ে বাল্যবিবাহ বিষয়ে ৪০টি উঠান বৈঠক করেছে। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার উভয়কে যৌথভাবে উঠান বৈঠক করার জন্য অবহিত করা হয়েছে এবং আগামী মাস হতে যৌথভাবে উঠান বৈঠক করা হবে।

  সিদ্ধান্ত ঃ জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসারগণ, ডিডি সমাজসেবা/ উপজেলা সমাজসেবা অফিসারগণ এবং রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত প্রতিটি সমিতি উঠান বৈঠক অব্যাহত রাখবে ।

  গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতি জুম্মাবারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মাগুরার আওতাধীন সকল মসজিদে জুম্মার খুতবায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে, ইমাম ও শিক্ষকদের নিয়ে সমাবেশ, আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিনিধি ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানান যে, খুতবা ও আলোচনা সভা চলমান আছে। সদর কার্যালয়ের নির্দেশনা পেলে সে অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। সভাপতি একটি লেখা বা প্রতিবেদন তৈরী করে সকল মসজিদে আলোচনার লক্ষ্যে ইমাম সাহেবদের দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ করা হয়।

সদস্য সচিব জানান যে, বিদ্যালয়সমূহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ/স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য আলোচনাসভা, সেমিনার, সমাবেশ ইত্যাদি বিষয়ে প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দ্রুততম সময়ে স্কুল/কলেজে সমন্বয় সভা করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৩/০৮/১৫ খ্রিঃ তারিখে মহম্মদপুর ও ১৪/০৮/১৫ তারিখে শ্রীপুর উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষকদের দিনব্যাপী সমাবেশে উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ সমাবেশের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়।

সদস্য সচিব জানান যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল) রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত নয় এমন মৌলভী, স্কুল কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক, পুরোহিত, ধর্ম যাজক (ফাদার) এবং অন্যান্য যারা বিয়ে পড়িয়ে থাকেন তাদের একটি তালিকা করবেন। তালিকা আগামী সভার পূর্বেই তৈরী করার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাগুরা সদর, শালিখা ও শ্রীপুরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। শ্রীপুরের তালিকা তৈরী হয়েছে এবং সভাপতি বরাবরে প্রেরণ করেছে। সদর উপজেলার তালিকা তৈরী হয়েছে। শালিকা উপজেলার কাজ প্রক্রিয়াধীন। গত ১৭/০৮/২০১৫ খ্রিঃ শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত কাজী, ইমাম এবং পুরোহিতগণকে নিয়ে বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। প্রশিক্ষণে উপস্থিত রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত কাজী, ইমাম এবং পুরোহিতগণ সকলেই প্রতিজ্ঞা করেন যে তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে এবং ছেলেকে কখনই বিয়ে পড়াবেন না। উল্লেখিত কাজের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার শ্রীপুরকে কমিটির সকল সদস্য ধন্যবাদ জানান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাগুরা সদর, শালিখা ও মহম্মদপুরকে রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত নয় এমন ইমাম, স্কুল/কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক এবং পুরোহিতগণকে নিয়ে বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য সভাপতি অনুরোধ করেন। সভাপতি (জেলা প্রশাসক) প্রস্তাব রাখেন যে, জেলা পর্যায়েও রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত নয় এমন ইমাম,স্কুল/কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক এবং পুরোহিতগণকে নিয়ে বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। উপস্থিত সকল সদস্য প্রস্তাবটি সমর্থন করে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত নয় এমন ইমাম, স্কুল/কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক এবং পুরোহিতগণকে নিয়ে বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (২) জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জেলা পর্যায়েও রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত ও রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত নয় এমন ইমাম, স্কুল/কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক এবং পুরোহিতগণকে নিয়ে বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- কিশোরগঞ্জ জেলায় সেপ্টেম্বর'২০১৫ মাসের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় জেলা প্রশাসক (সভাপতি) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

  সিদ্ধান্ত ঃ বাল্যবিবাহ বন্ধে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সুধীজনদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন এবং পাড়া/মহল্লায় নিয়মিতভাবে উঠান বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- শেরপুর জেলার বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকল্পে - জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনকে অবহিত করে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিমাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে অন্তত ১টি করে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কমিটির সকল সদস্যগণকে তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে উক্ত বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ করেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে জেলা /উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বাল্য বিবাহ হচ্ছে এমন কোন সংবাদ পেলে তাৎক্ষনিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও থানায় অবহিত করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

  সিদ্ধান্ত ঃ প্রতিমাসে ইউনিয়ন পর্যায়ে অন্তত ১টি করে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠকের প্রতিবেদন ছক আকারে প্রদান অব্যাহত থাকবে। বাল্য বিবাহ হচ্ছে এমন কোন সংবাদ পেলে জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় প্রতিরোধের ব্যবস্থা করবে।

- গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় ৪টি, কালীগঞ্জ উপজেলায় ০২টিসহ মোট ০৬টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হয়েছে। গাজীপুর জেলায় বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা সভা, র‍্যালী, বাজার ক্যাম্পেইন, স্কুল ক্যাম্পেইন অব্যাহত আছে।
- নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার মাগুরা ও নিতাই ইউনিয়নে ২টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা হয়েছে। নীলফামারী জেলায় বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা সভা, র‍্যালী, সচেতনতা সভা , উঠান বৈঠক,মাসিক সভা অব্যাহত আছে।

- নরসিংদী জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নিকাহ রেজিষ্ট্রারসহ সচরাচর বিবাহ পড়িয়ে থাকেন এমন ব্যক্তিবর্গের তালিকা সংগ্রহপূর্বক ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে (রায়পুরা উপজেলা ব্যতীত), রায়পুরা উপজেলার ডাটাবেজ কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন। জেলার সকল উপজেলায় (নরসিংদী সদর উপজেলা ব্যতীত) মোট ২৬৩ জন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত কোন তথ্য পেলে তা তাৎক্ষনিকভাবে জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। জেলার প্রত্যেক থানায় স্থাপিত নারী সহায়তা কেন্দ্রে যাতে মহিলারা তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারে, সেজন্য সমাজের অসহায় ও অবহেলিত নারীদের পরামর্শ প্রদানের জন্য UDC এর উদ্যোক্তাদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ জানান। বাল্যবিবাহ নিরোধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

  সিদ্ধান্ত ঃ জেলার সকল মসজিদে জুম্মার খুতবায় ও খুতবার পাশাপাশি ইমামগণ যাতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

- নড়াইল জেলায় ১৭/০৮/২০১৫ ইং তারিখ নড়াইল সদর উপজেলার তুলারামপুর ইউনিয়ন পরিষদে ৩৪জন ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ১৯/০৮/২০১৫ ইং তারিখ নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদে ৩০জন ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ২৩/০৮/২০১৫ ইং তারিখ বন্ধন নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা, বাশগ্রাম, নড়াইল সদর নড়াইল এর ২৩ জন নারীকে নিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করেছেন। ২৪/০৮/২০১৫ ইং তারিখ নড়াইল সদর উপজেলার মুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদে ৩০ জন ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ২৫/০৮/২০১৫ ইং তারিখ জ্যোতি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা, সেখহাটি, নড়াইল সদর নড়াইল এর ২৫জন নারীকে নিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করেছেন। ২৭/০৮/২০১৫ ইং তারিখ জয়পুর মহিলা সমিতি লোহাগড়া, নড়াইল এর ২৩ জন নারীকে নিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করেছেন। ০১/০৯/২০১৫ ইং তারিখ শিল্পাঞ্জলী (শিশু ও নারী উন্নয়ন সংস্থা) দঃ কুড়িগ্রাম, নড়াইল সদর, নড়াইল এর ৩৫ জন নারীকে নিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করেছেন। ০৩/০৯/২০১৫ ইং তারিখ নড়াইল সদর উপজেলার ভদ্রবিলা ইউনিয়ন পরিষদে ৫০জন ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদেরকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

  সিদ্ধান্ত ঃ বাল্যবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠনসমূহ উঠান বৈঠক করবেন যা ছবিসহ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

  বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জুম্মার নামাজের খুৎবার সময় নড়াইল সদরে ১০৩টি মসজিদে ১২০১২ জন, কালিয়া উপজেলায় ১০০টি মসজিদে ১৫০১০ জন, লোহাগড়া উপজেলায় ১০০টি মসজিদে ১০০১৩জন মুসল্লিকে সচেতন করা হয়েছে।

  সিদ্ধান্ত ঃ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জুম্মার নামাজের খুৎবার সময় আলোচনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনসহ কতটি মসজিদে আলোচনা করা হয়েছে তা আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নড়াইলকে অনুরোধ করা হয়।

  জেলা শিক্ষা অফিসার সভায় জানান, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে Assembly র সময়ে ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি তার আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রদান করেছেন ।

  সিদ্ধান্ত ঃ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Assembly র সময়ে আলোচনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা শিক্ষা অফিসার নড়াইলকে তার আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রদান করবেন এবং পত্রের কপি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

- সভায় উপস্থিত জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি জানান যে, ৫৪টি পল্লী সমাজে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ১১২৬ জনকে বাল্যবিবাহ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

  সিদ্ধান্ত ঃ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উঠান বৈঠকের ছবিসহ আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য জেলা ব্র্যাক প্রতিনিধি নড়াইলকে অনুরোধ করা হয়।

- সভায় উপস্থিত প্রোজেক্ট অফিসার ওয়ান্ড ভিশন বাংলাদেশ জানান যে, নড়াইল সদরে কয়েকটি স্কুল প্রোগ্রামের ১২৯০জন ছাত্র/ছাত্রীকে নিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ে সচেতনতা মূলক সভা করা হয়েছে।

  সিদ্ধান্ত ঃ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সভা সমাবেশের ছবিসহ প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্যপ্রোজেক্ট অফিসার ওয়ান্ড ভিশন বাংলাদেশ নড়াইলকে অনুরোধ করা হয়।

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাল্যবিবাহ নিরোধ নিয়ে আলোচনা করা হয় কিনা তা মনিটরিং করার জন্য গঠিত কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তদারকি করবেন এবং ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা মূলক সভা করবেন।

  সিদ্ধান্ত ঃ আগামী সভার পূর্বে কলোড়া ইউনিয়নের কৃষ্ণলতা গার্লস সেকেন্ডারী স্কুলে সচেতনতা মূলক সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- নিকাহ রেজিষ্টার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে/মেয়েদের বিয়ে পড়ান/বিয়ে রেজিষ্ট্রি যাতে না করেন এ বিষয়ে অদ্যকার সভায় আলোচনা করা হয়। এ প্রসংগে জেলা রেজিষ্টার সভায় জানান যদি কোন নিকাহ রেজিষ্টার বাল্যবিবাহ পড়ান/রেজিষ্ট্রি করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তিনি সভায় আরও জানান ৬ মাস অন্তর কাজী/নিকাহ রেজিষ্টারদের সাথে মিটিং হয়। সভাপতি উক্ত মিটিং ৩ মাস অন্তর করার জন্য অনুরোধ করেন।

  সিদ্ধান্ত ঃ নিকাহ রেজিষ্টার বাল্যবিবাহ পড়ালে বা নিবন্ধন করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা এবং নিকাহ রেজিষ্টারদের ০৩ মাস অন্তর সভা করার জন্য জেলা রেজিষ্টার নড়াইলকে অনুরোধ করা হয়।

- জেলা ও উপজেলা কর্তৃক গৃহীত বাস্তবায়িত উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি মূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর সকল জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে বাল্যবিবাহ রোধ সংক্রান্ত উঠান বৈঠক ও আলোচনা সভা করা হয় মর্মে উল্লিখিত রয়েছে ।

- উল্লেখ্য ''বাল্যবিবাহ নিরোধ" বিষয়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও সচেতনতা সৃষ্টি শাখা থেকে নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।

২৫/১০/১৫

(সাহিন আহ্‌মেদ চৌধুরী)
মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
☎-৮৩১৯১৪৯

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ- অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)।